সত্যিকারের পরিবেশবান্ধব যানবাহন

লিখেছেন: নাজমুন নাহার সাবরা

গ্রাফিক্স ও সম্পাদনা: তাসনিম জাহান রাইয়ান

GROW your READER
Foundation

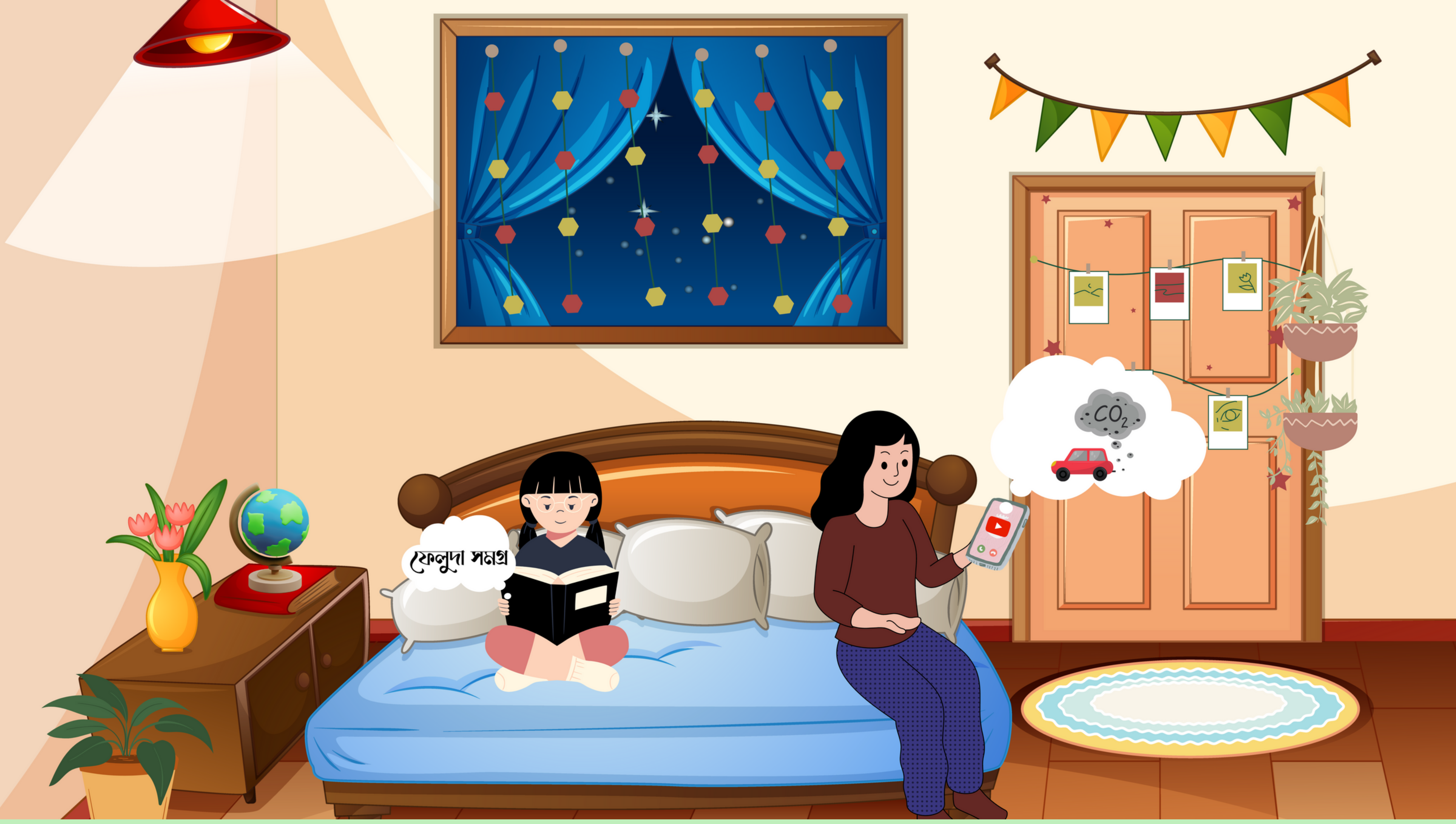

শীতের এক কুয়াশা ঘন রাতে, রুমা তার রুমে শুয়ে ফেলুদা সমগ্র পড়ছিলো আর পাশে তার বড় বোন রত্ন ইউটিউবে ভিডিও দেখছিলো। রুমা খেয়াল করলো, তার বোন যে ভিডিওটি দেখছে সেখানে যানবাহন চলাচলের ফলে কি পরিমাণ পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তা নিয়ে বলা হচ্ছে।

তা দেখে রুমা তার বড় বোনকে জিজ্ঞেস করলো, "আপু, সব যানবাহনই কি পরিবেশ দূষণের কারণ?"

রত্ন বললো, "যানবাহনের অনেক ধরন আছে। সেই ধরন অনুযায়ীই দূষণগুলো হচ্ছে। পরিবহণ মূলত তিন ধরনের: আকাশ, বায়ু আর পানিবাহিত যান।"

ফেলুদা সমগ্র
CO2

তখন রুমা উচ্ছলিত হয়ে বললো, "আকাশে চলে যেসব যান যেমন উড়োজাহাজ, পানিবাহিত যানের মধ্যে পড়ছে নৌকা আর সড়ক যানের মধ্যে পড়ছে বাস, গাড়ি।"

রত্ন বললো, "একদম ঠিক বলেছো।"

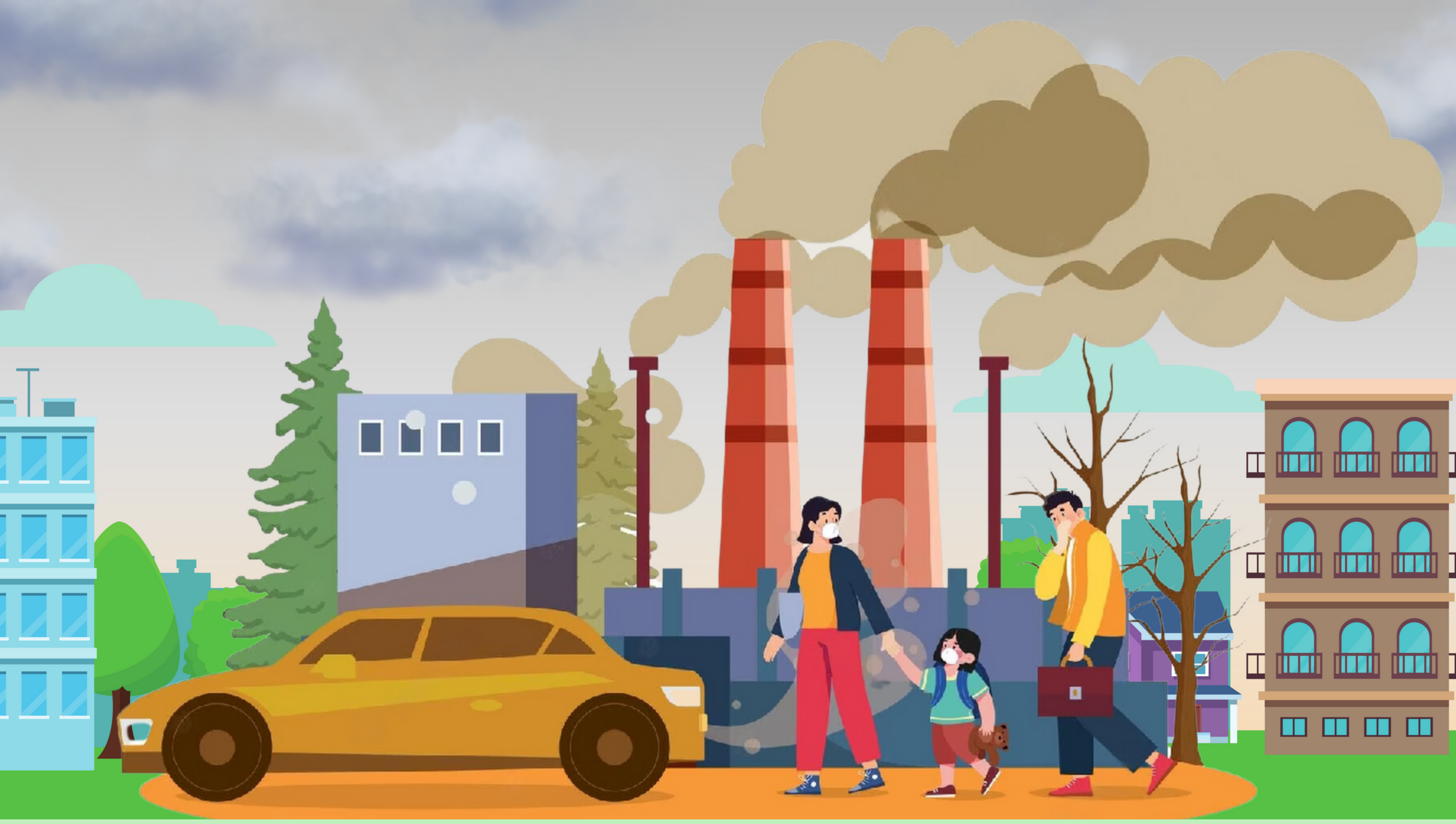

রুমা বললো, "আচ্ছা, আপু এই দূষণের জন্য কি আমরাও দায়ী?"
রত্ন উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমাদের দায়ভার তো অনেকখানিই আছে। আমাদের প্রতিদিন অফিসে কিংবা স্কুলে সময়মতো যেতে হয় আর সেজন্য আমরা এই যানবাহনগুলোকেই আমাদের গন্তব্যে যাওয়ার একমাত্র উপায় ভাবি।আমরা মনে করি আমাদের জীবন সহজ হচ্ছে।কিন্তু এই যানবাহনের ফলে কি পরিমাণ দূষণ হচ্ছে সেইটা হয়তো আমরা বুঝে ও অনেক সময় নিজের স্বার্থের জন্য উপেক্ষা করছি।

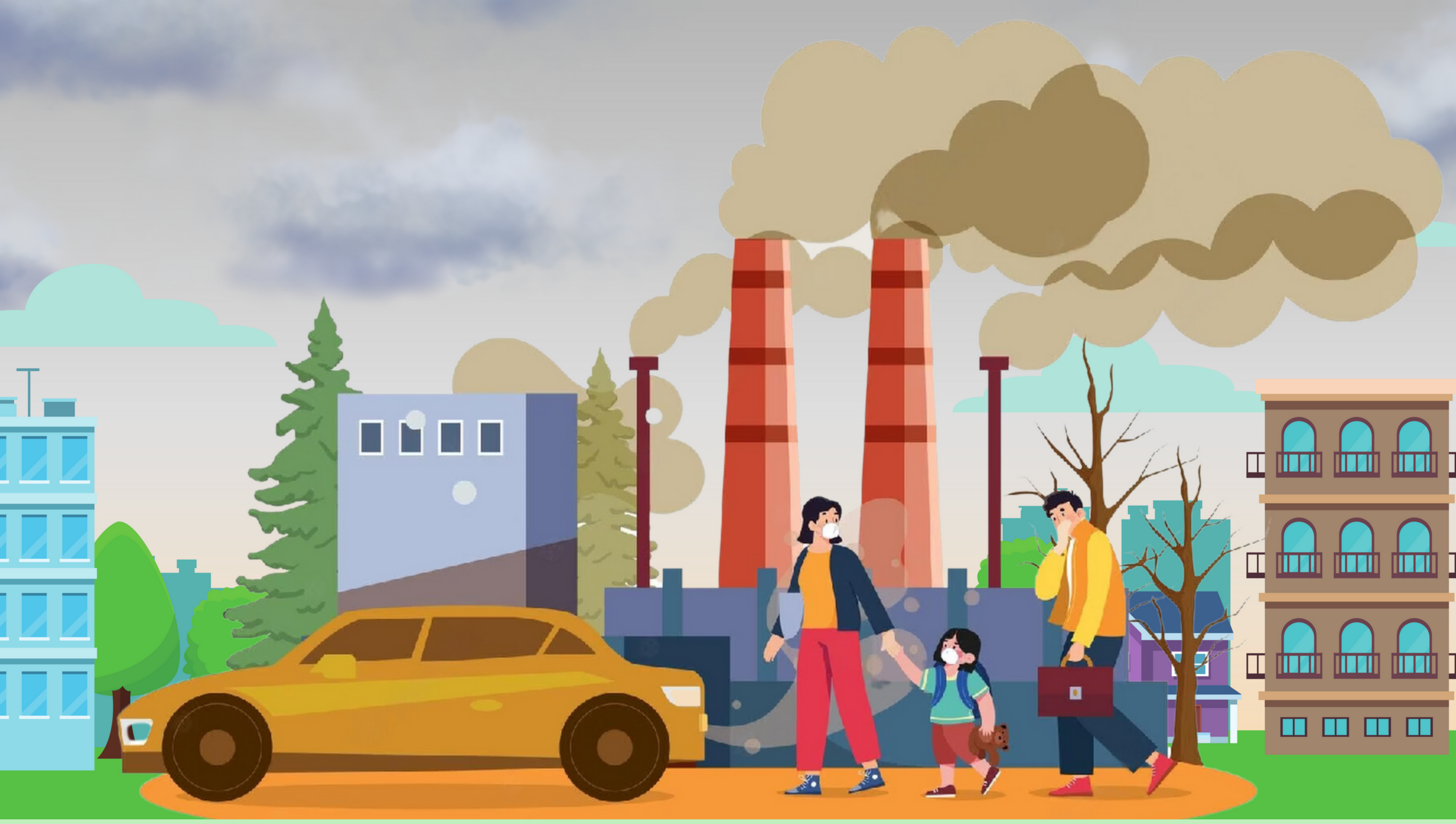

রুমা বললো, যানবাহন থেকে যে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে তার জন্যই তো পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ছে এবং অক্সিজেন এর পরিমাণ কমছে। তাছাড়া ধুলোবালি বাড়ছে আর সেগুলো আমরা নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করছি আর সেজন্যই নানাবিধ রোগ বাড়ছে। হয়তো কারো হচ্ছে শ্বাসকষ্ট, কারোর হয়তো মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে যাচ্ছে, মানসিক সমস্যা হচ্ছে।

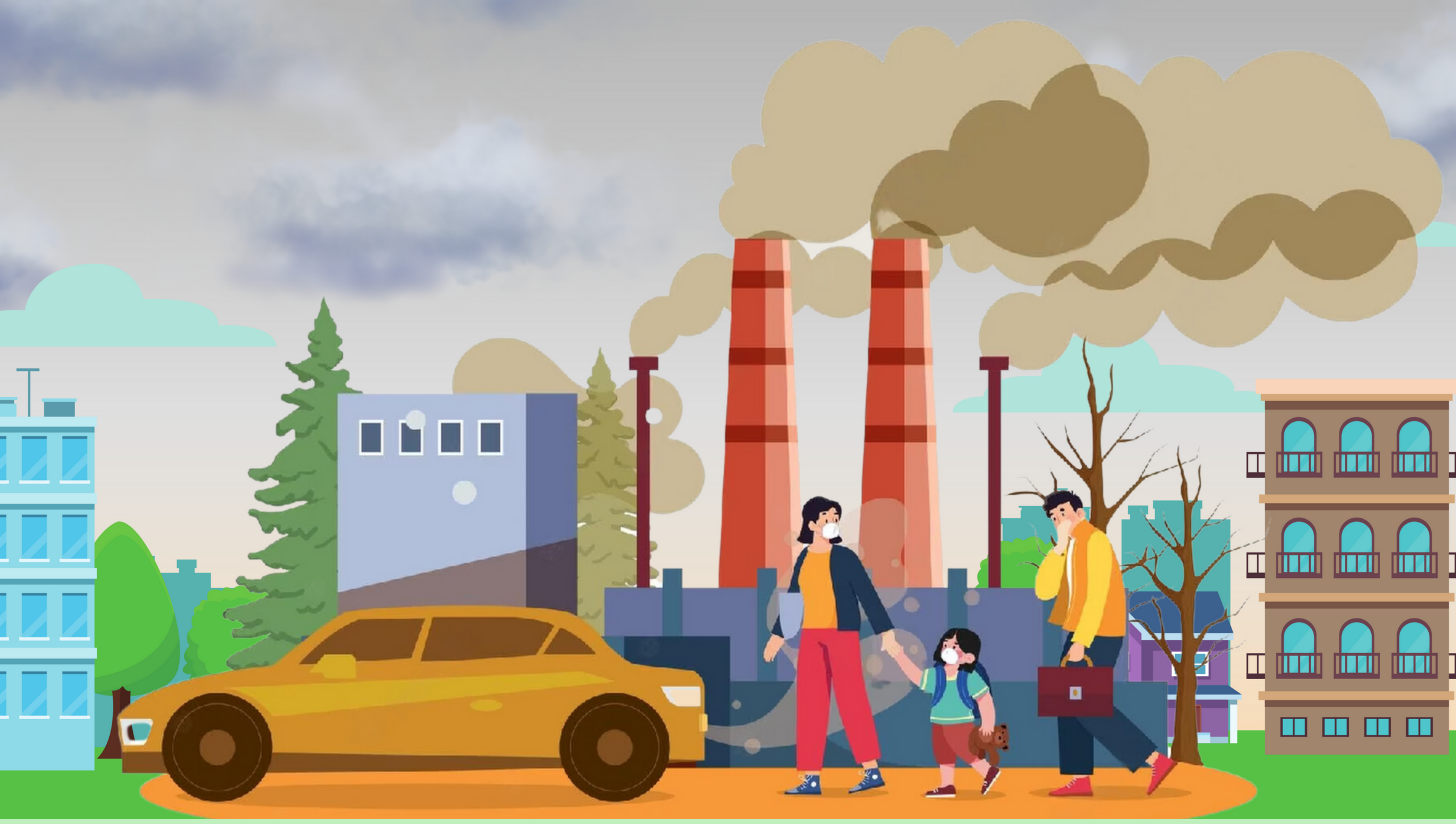

সাথে যানবাহনের অতিরিক্ত শব্দে কানেরও সমস্যা হচ্ছে। আবার এইটাও ধারণা করা হচ্ছে যে পরিবেশ দূষণের কারণে মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে।

সাধারণত অন্য সব যানবাহনের তুলনায় সড়ক চালিত যানবাহনই আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী। অর্থাৎ আমরা আমাদের নিত্য দিনের ব্যবহৃত যানবাহনের কারণে নানাবিধ সমস্যা তৈরি করছি।

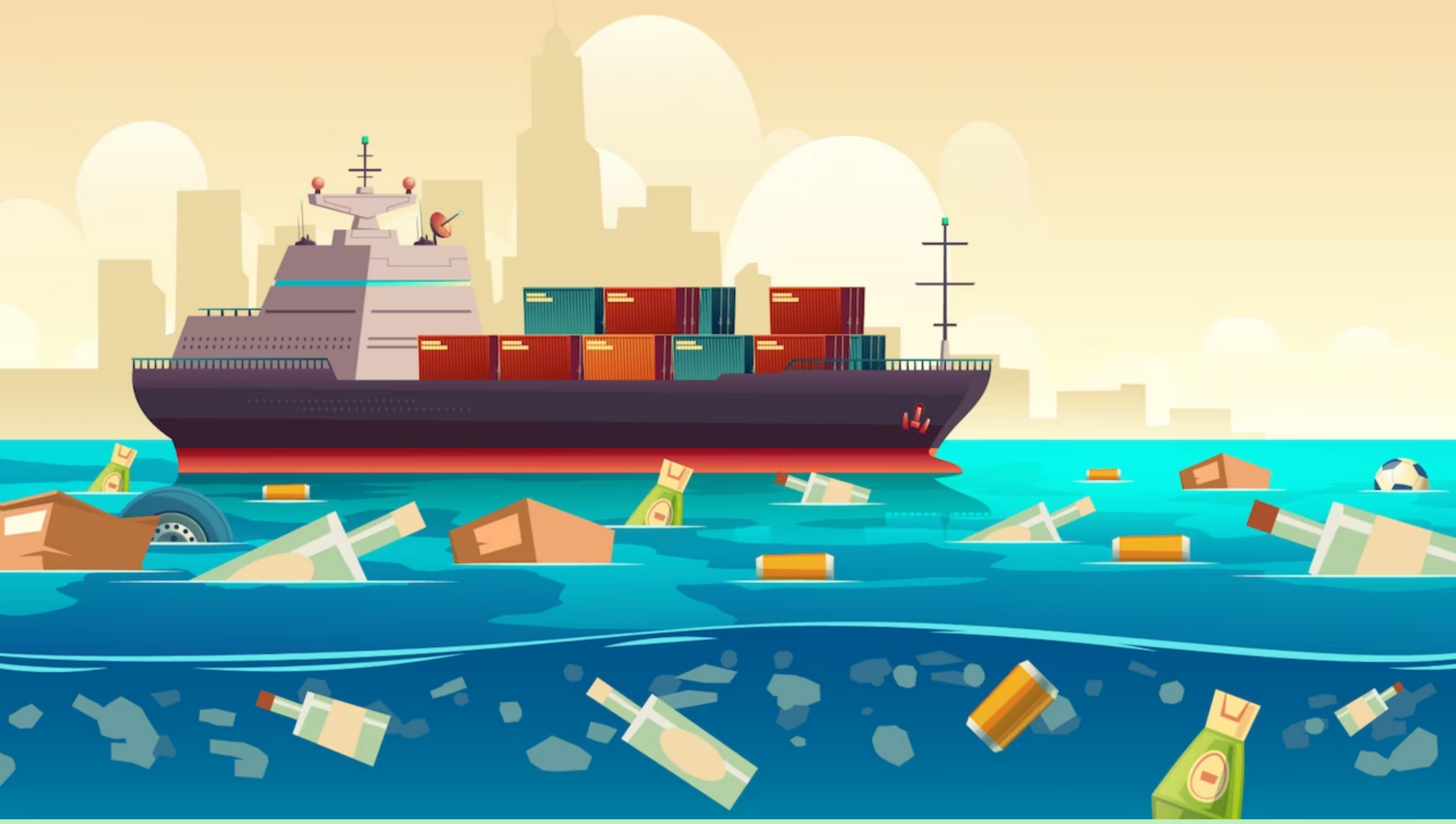

রত্ন বললো, শুধু যে সড়কচালিত যানবাহনই ক্ষতি করছে তা কিন্তু না। পানিবাহিত যানবাহনও ক্ষতি করছে। আমরা যে লঞ্চে বা জাহাজে উঠি তখন কিন্তু তেল নিঃসারিত হয়। সেই তেল পানির সাথে মিশে পানিতে থাকা জীবের ক্ষতি করে।

তাছাড়া এ পানি জলজ জীবদের বাস্তুঃসংস্থানের জন্যও ক্ষতিকর। এই পানিতে যে জলজ উদ্ভিদ জন্মায় তাও নষ্ট করে দেয়।

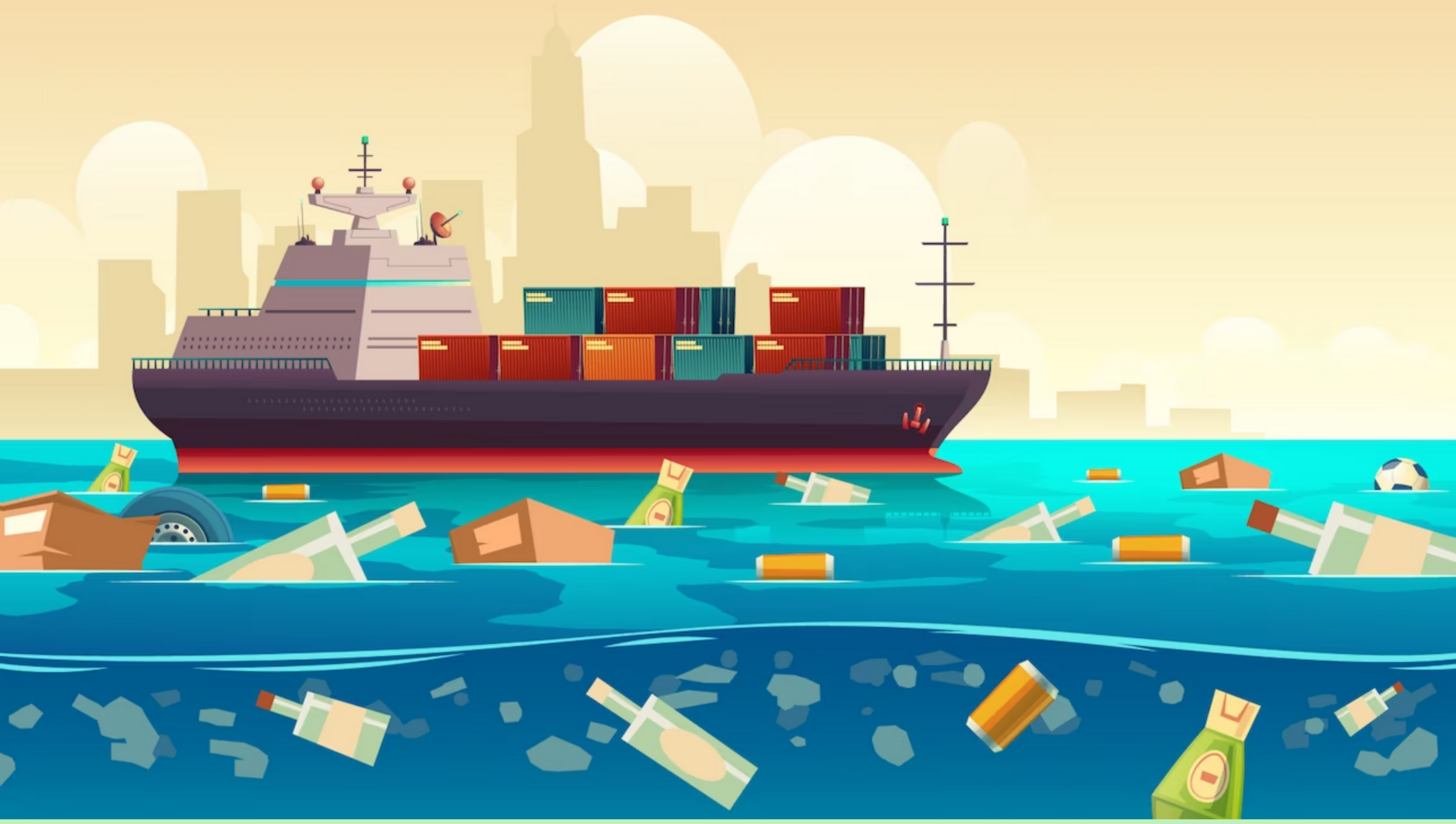

এই যে আমরা পানি দূষণ করছি আবার সেই পানি পান করছি, এই কারণে কিন্তু ভবিষ্যতে আমরাই তার ভুক্তভোগী হব। তাই আমাদের সময় থাকতে সচেতন হয়ে যাওয়া উচিত।

তখন রুমা বললো, "আপু তাহলে আমরা চলাচলে মাধ্যম হিসাবে কি ব্যবহার করতে পারি?"

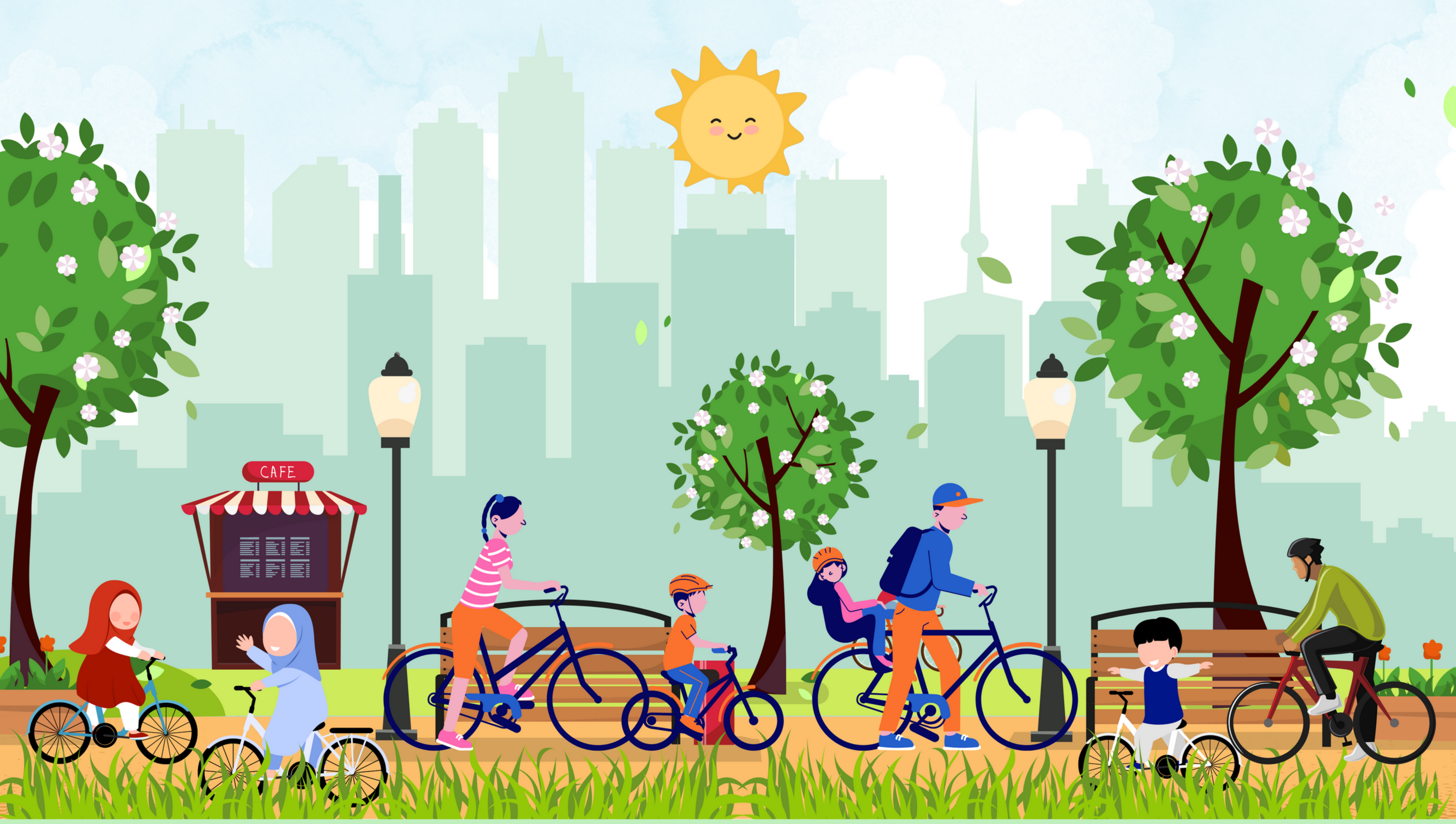

তখন রত্ন বললো, "চলাচলের সুবিধার জন্য ভালো হয় যদি আমরা স্কুলে যেতে কিংবা অফিসে যেতে সাইকেল ব্যবহার করি। তখন কিন্তু পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণও ঠিক থাকবে। হয়তো আমাদের সময় বেশি লাগবে। কিন্তু যদি এই অভ্যাসটা করতে পারি তাহলে আমাদের স্বাস্থ্যও ঠিক থাকবে। শুধু আমাদের হাতে একটু সময় নিয়ে বের হতে হবে।

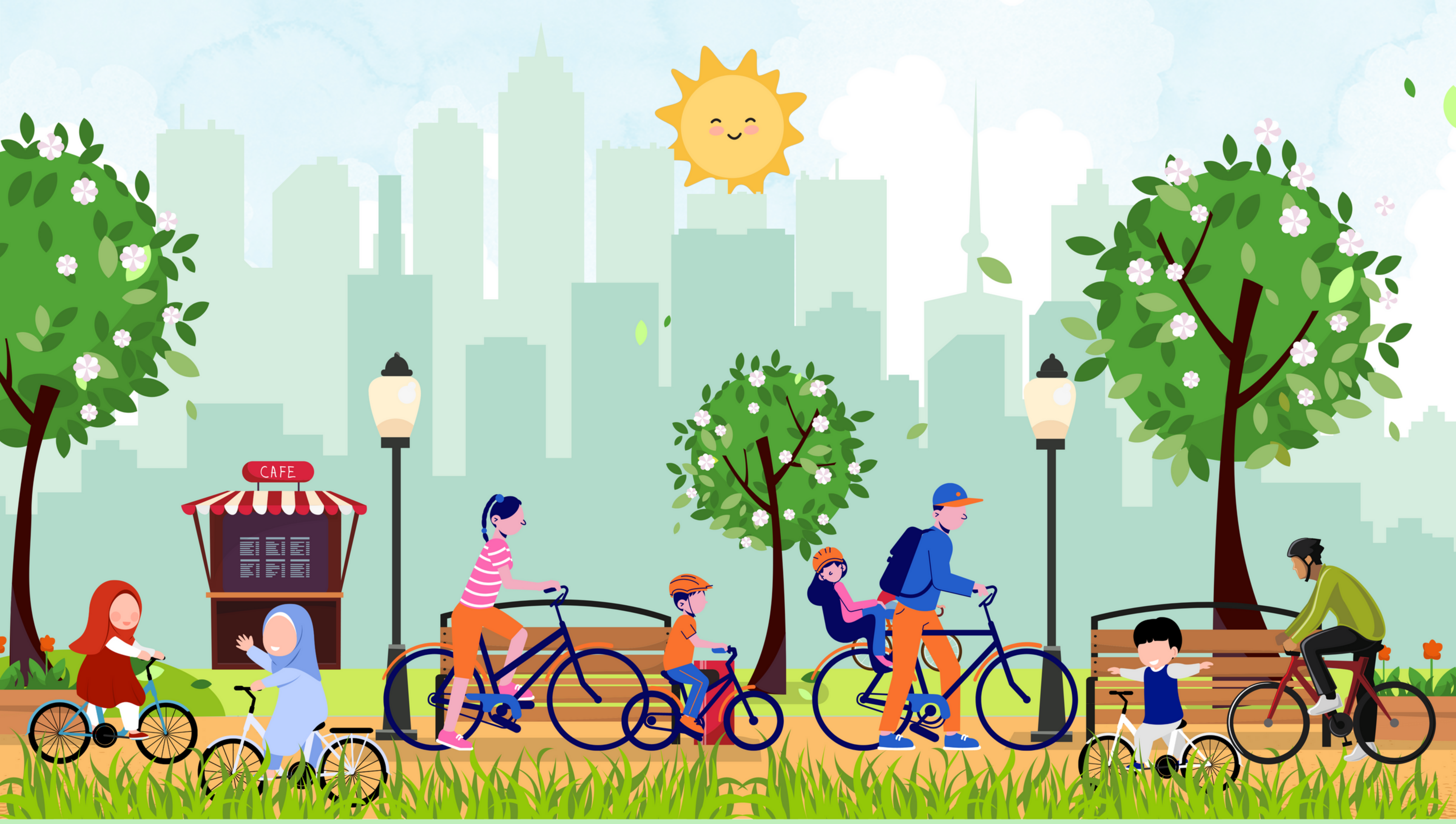

আমরা কিন্তু প্রতিদিন বুঝতে পারছি, আমাদের জন্য পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ।কিন্তু নিজের অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারছি না। জানো রুমা, আমরা নিজেরাই অনেক ব্যাপারে উদাসীন। এই যেমন আমরা কোথাও সময়ের আগে যেতে চাই না। যদি আমরা হাতে একটু সময় নিয়ে বের হয়ে সাইকেল ব্যবহার করি তাহলে আমাদের শরীর আর পরিবেশ দুটোই ভাল থাকবে।

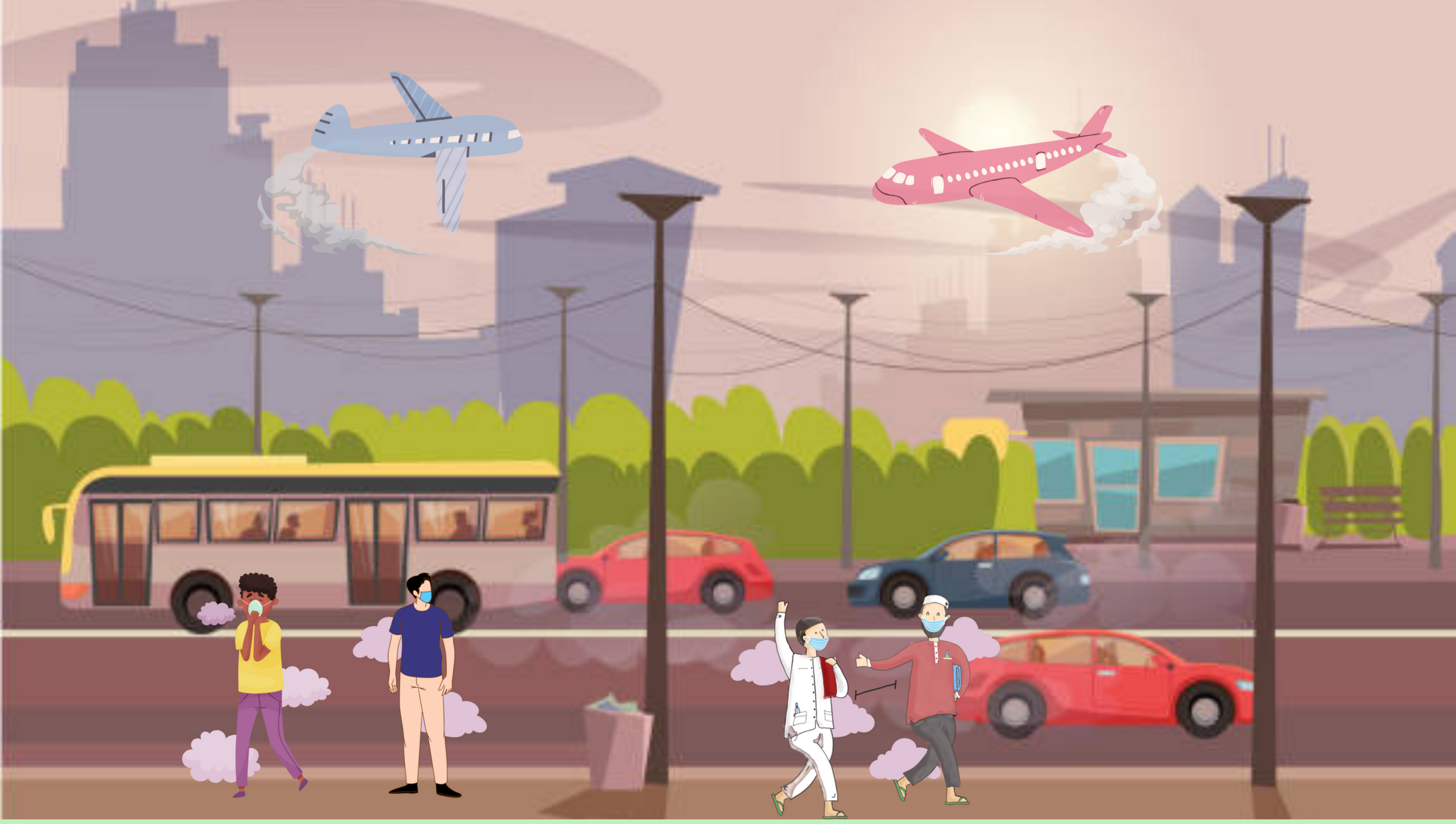

"আকাশ যানগুলো যে একদমই দূষণে দায়ী নয় তা কিন্তু নয়"- রত্ন বললো।

রুমাও তখন জোরালোভাবেই বললো, "একদম ঠিক বলেছো আপু, ইতঃপূর্বে কিন্তু ইঞ্জিনচালিত আকাশ যান থেকে ফুয়েলের কারণে ওজন স্তরের ক্ষতির আশঙ্কা করা হয়েছে এবং সেই সাথে এইটাও ধারণা করা হয়েছে যে, ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন বাতাসের সাথে মিশছে এবং সেজন্যই ক্যান্সার বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

রত্ন তখন বললো, "হ্যাঁ, এইগুলো দেখেছিলাম ভিডিওতে!"

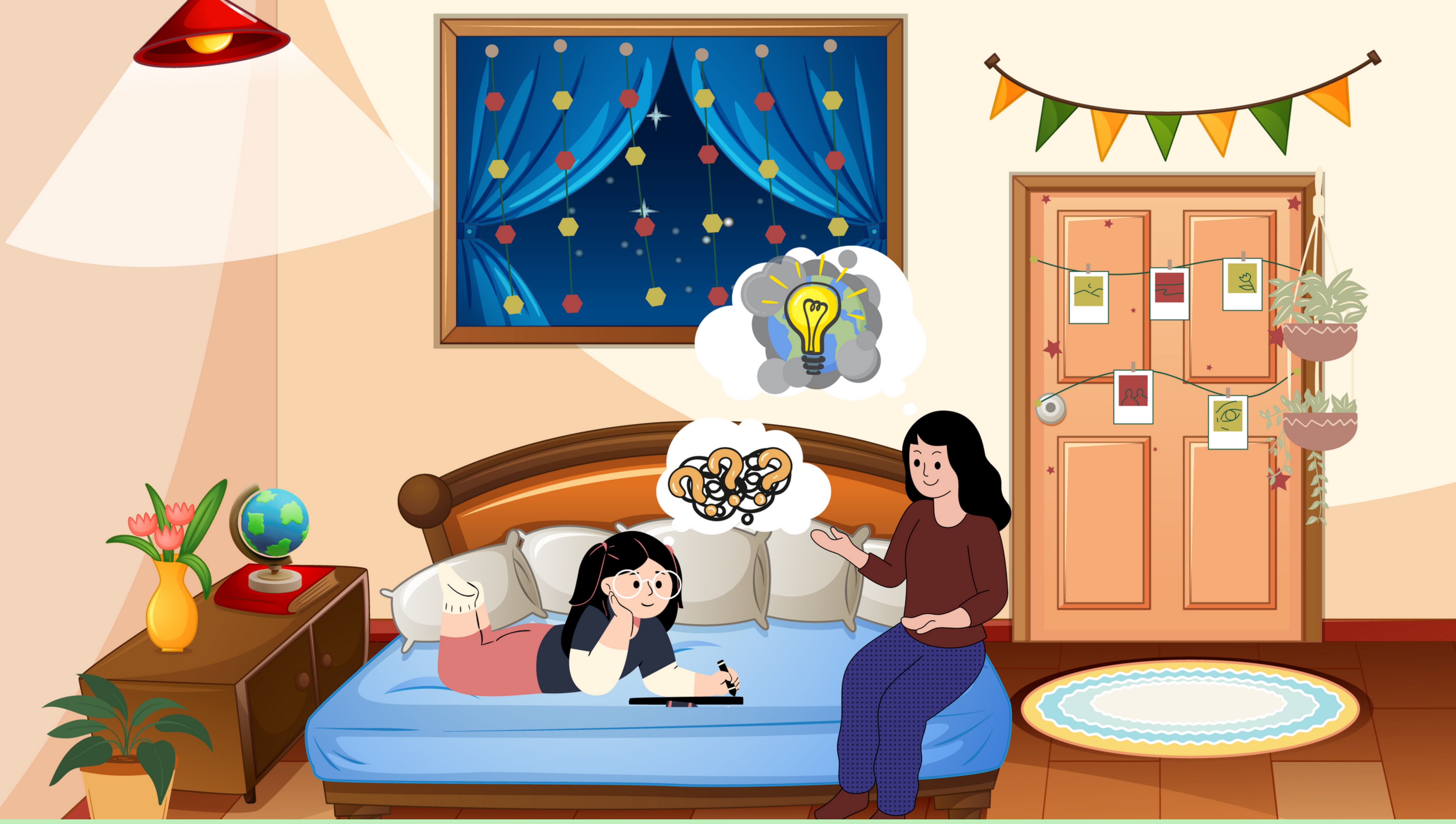

রুমা বললো, “আমাদের সবার মাঝে সচেতনতা তৈরির প্রয়োজন এবং আসলে কি উপায়ে তা করা যায় সেইটাই এখন ভাবার বিষয়।"

তখন রত্ন বললো, "বেশির ভাগ মানুষ অনেক বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে। এইটা ব্যবহার করে আমাদের মত যারা বিশ্ববিদ্যালয় যাচ্ছে তাদের মধ্যে হয়তো সচেতনতা তৈরি করা যাবে!"

তখন হুট করে রুমা বললো, "তাহলে আমরা কীভাবে সচেতন করবো সকলকে?"

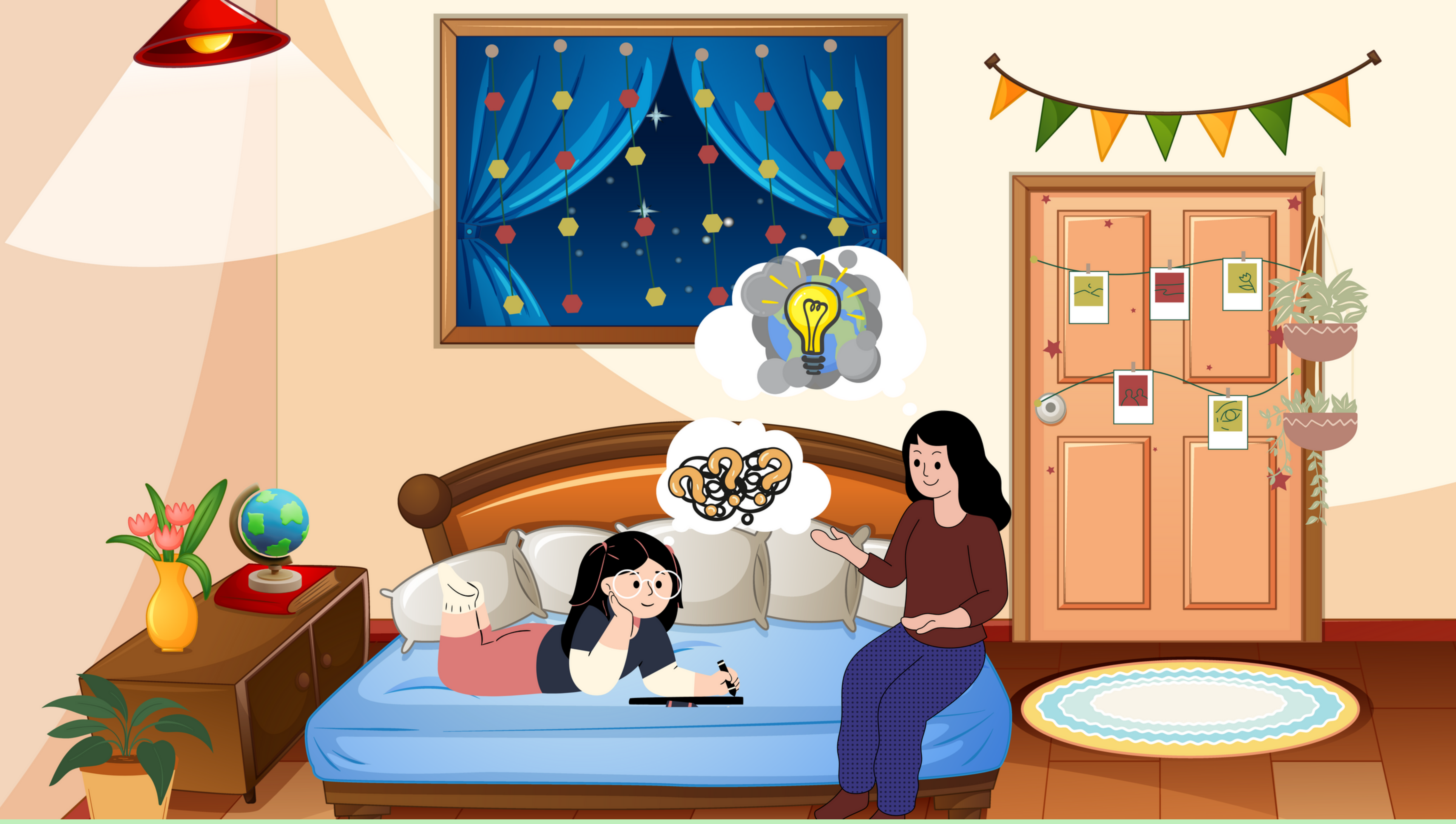

রত্ন ভেবে বললো, "তোমরা স্কুলে কোনো পরিবেশ সম্পর্কিত প্রজেক্ট এর কাজের মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করতে পারো।"

রুমা খুশি হয়ে বললো, "হ্যাঁ, এইটা তুমি ঠিক বলেছো। এইবার স্কুলে আমার শিক্ষকদের বলবো যেন সচেতনতা মূলক পরিবেশ বিষয়ক প্রজেক্ট দেয়। তাহলে আমরা সবাই শিখবো, জানবো এবং আসে পাশের মানুষকেও শিখাতে পারবো।"

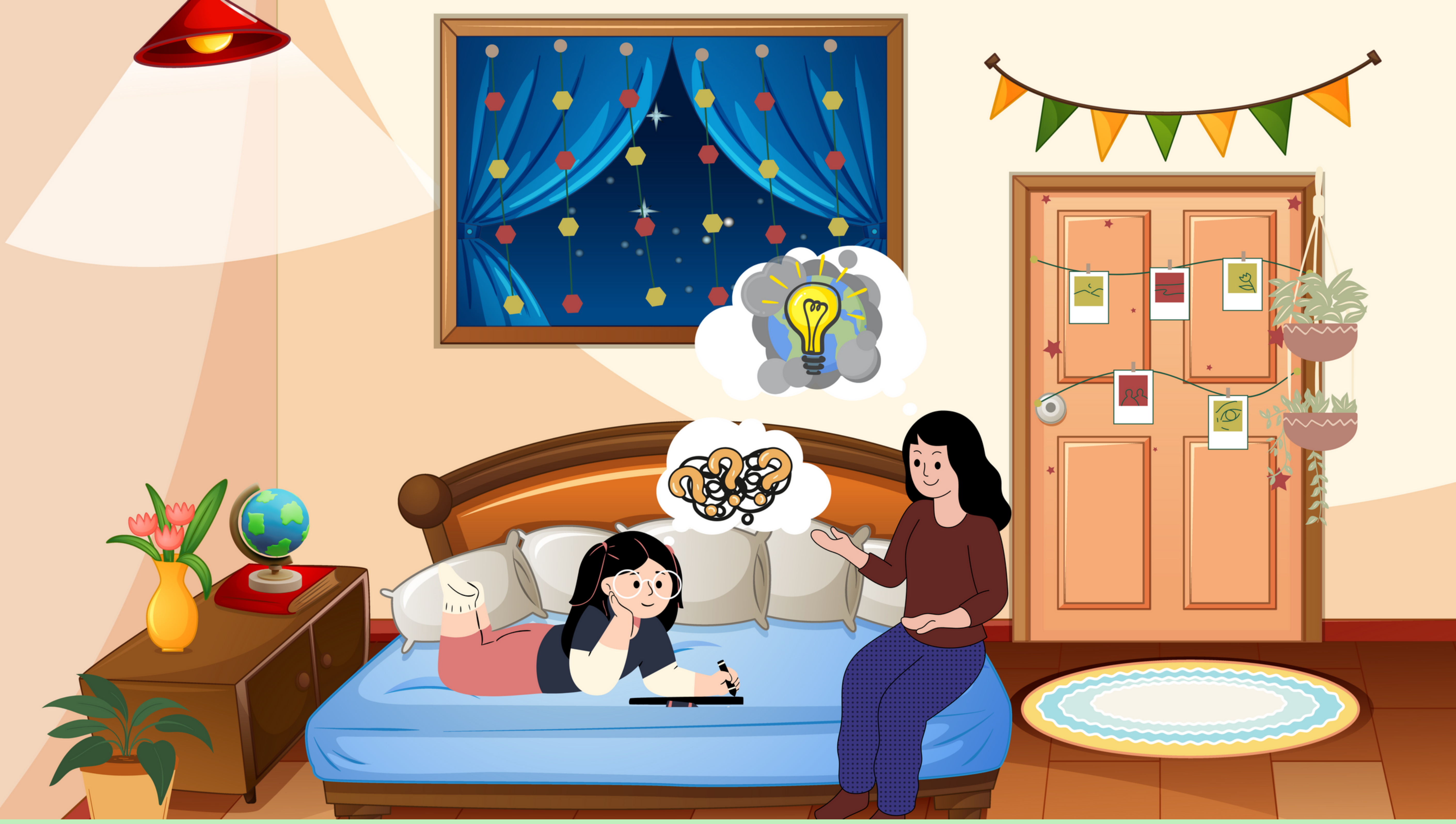

রুমা খুশি হয়ে বললো, "হ্যাঁ, এইটা তুমি ঠিক বলেছো। এইবার স্কুলে আমার শিক্ষকদের বলবো যেন সচেতনতা মূলক পরিবেশ বিষয়ক প্রজেক্ট দেয়। তাহলে আমরা সবাই শিখবো, জানবো এবং আসে পাশের মানুষকেও শিখাতে পারবো।"

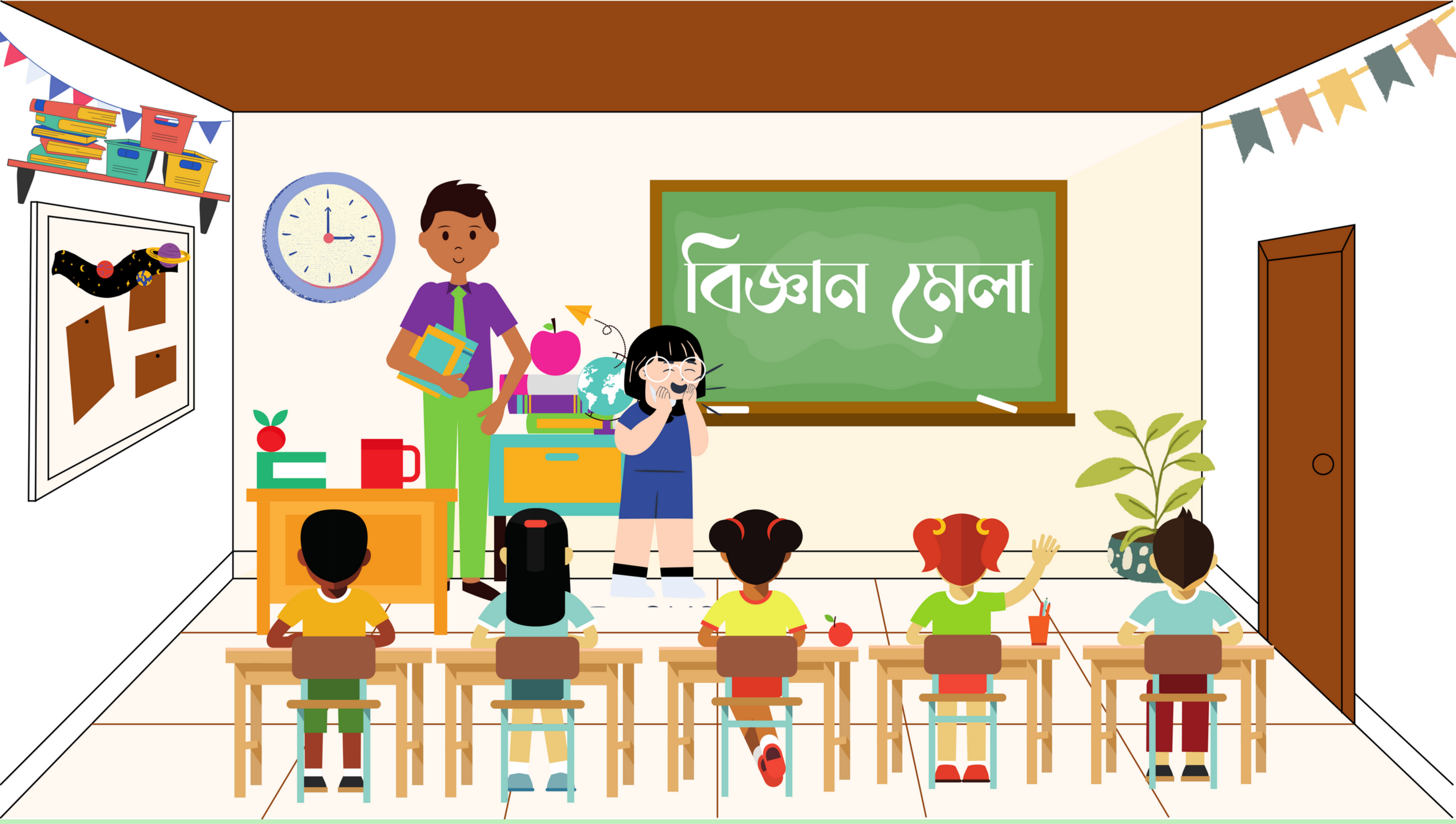

তারপর ছুটি শেষে যখন রুমার স্কুল শুরু হয় সে তার শ্রেণি শিক্ষককে বলল, "স্যার, এইবার বিজ্ঞান মেলায় আমরা মূল বিষয় এইটা রাখতে পারি যে কীভাবে এই ইঞ্জিন চালিত যানবাহন না ব্যবহার করে সময়মতো নিজের গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। যাতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি না হয়।"
তার এই প্রস্তাব শুনে তার শিক্ষকও তাকে উৎসাহিত করলেন এবং বললেন, তাহলে এই বিষয়টির নিয়ে আমরা কাজ করে দেখবো, কেমন হয় সবার প্রজেক্ট!

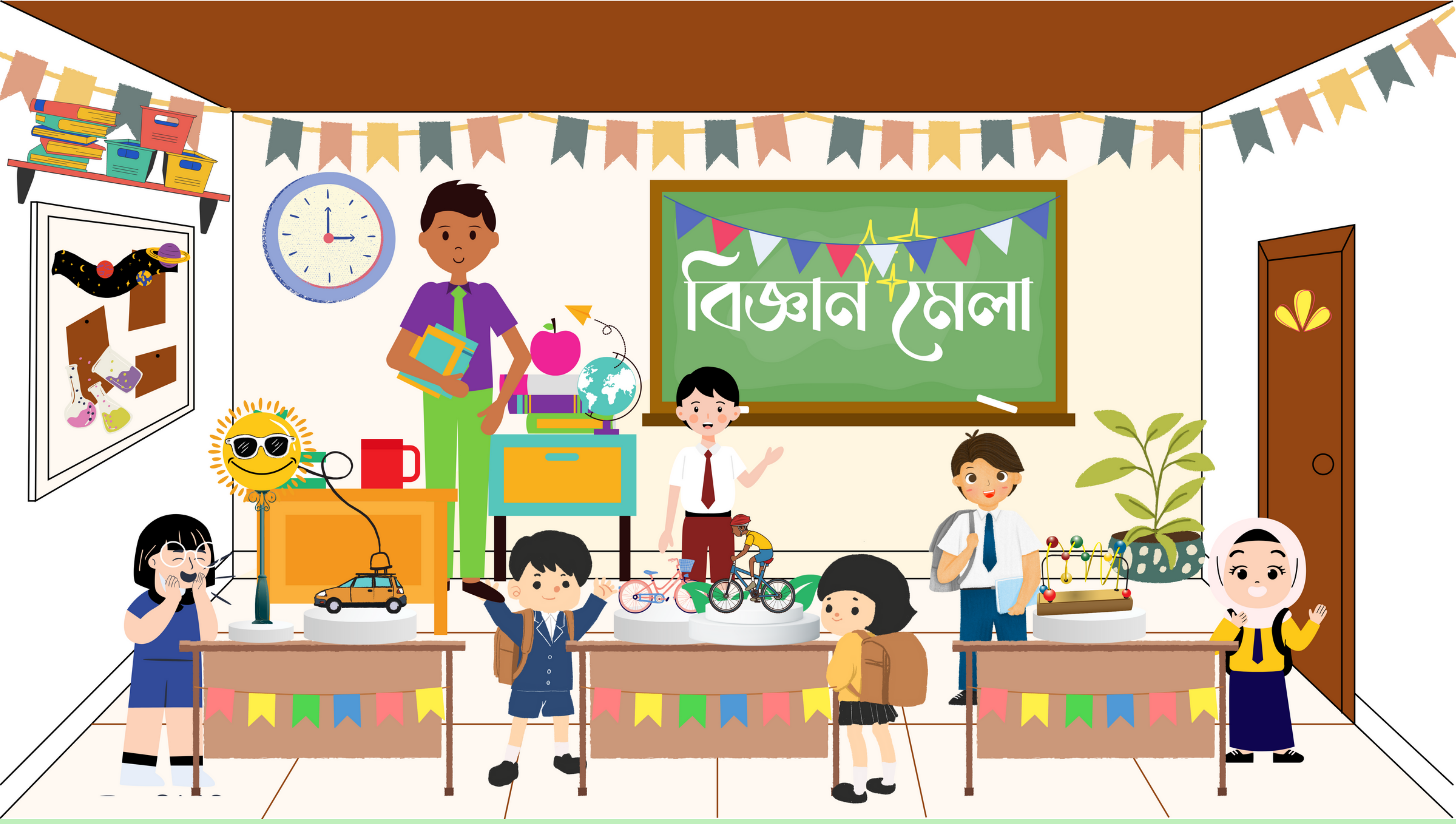

যেই কথা সেই কাজ, ঠিক এক সপ্তাহ পর, রুমার স্কুলে বিজ্ঞান মেলা হয়। তার স্কুলের সবাই অংশ গ্রহণ করে। কারণ বিজ্ঞান মেলা শুরু হওয়ার আগে থেকেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, মেলার দিন, সময় এবং বিষয়।

খুবই মজার বিষয় ছিল, সবাই ভিন্ন রকমের ধারণা এবং যন্ত্র তৈরি করে নিয়ে এসেছিল। কেউ প্রদর্শন করেছিল ফুয়েল খরচ ছাড়া কীভাবে সূর্যের আলো ব্যবহার করে গাড়ি চালানো যায় আবার কেউ দেখিয়েছিল কীভাবে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাইকেল দিয়ে অল্প সময়ে অনেক পথ পাড়ি দেয়া যায়।

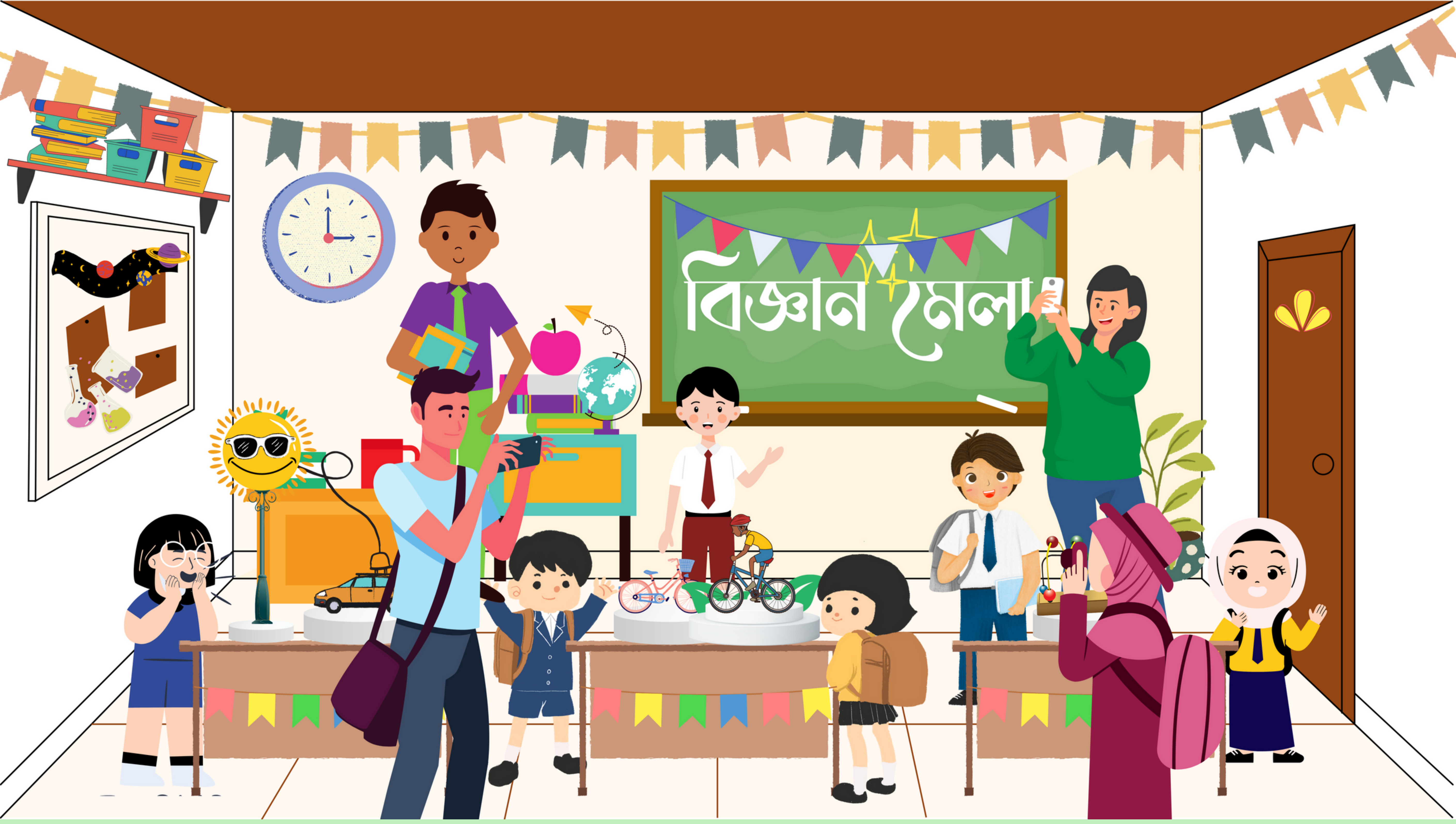

সবার বাবা, মা কিংবা পরিবারের অন্য বড় সদস্য প্রত্যেকটা মডেলের ভিডিও করছিল। যেন তারা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করতে পারে। তারা সবাইকে সচেতন করতে চায় যার যার অবস্থান থেকে।

মডেলগুলো যেন সবাই কাজে লাগাতে পারে এবং পরিবেশের যেন উন্নয়ন হয় সেই বিষয়ে সবাই চেষ্টা করতে থাকে। পরবর্তী প্রজন্ম যেন আরো বেশি পরিবেশবান্ধব হয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনে যেন কিছুটা হলেও ভারসাম্যের মধ্যে থাকে সেদিকে তো আমাদেরই লক্ষ্য রাখতে হবে।

একটি গ্রো ইউর রিডার ফাউন্ডেশন প্রকাশনা